কঠোর গোপনীয়তায় বেরোবির সিন্ডিকেট সভা ঢাকায়

দুই সদস্যের বয়কট

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক রংপুর

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১৭ অক্টোবর ২০১৯

আবারও কঠোর গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে গত মঙ্গলবার রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটসভা ক্যাম্পাসে না করে ঢাকাস্থ লিয়াজো অফিসে অনুষ্ঠিত হলো। সভার কী এজেন্ডা কী কারণেই বা সভা ডাকা হয়েছিল তা খোদ সিন্ডিকেট সদস্যদের অনেকেই জানেন না। ফলে দুই গুরুত্বপূর্ণ সিন্ডিকেট সদস্যসভা বয়কট করেছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেটসভা করার জন্য সর্বাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন সভাকক্ষ থাকলেও বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ দীর্ঘ আড়াই বছরে বেশির ভাগ সিন্ডিকেটসভা ক্যাম্পাসে না করে ঢাকায় করছেন। কী কারণে তিনি করছেন এর কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। এমনকি রংপুরে কর্মরত সব প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স ও অনলাইনে কর্মরত সাংবাদিকদের মোবাইল ফোন নম্বর তার ব্যাক্তিগত ফোনে সেভ করা থাকলেও তিনি সাংবাদিকদের কারও ফোন রিসিভ করেন না। এদিকে যে দুজন সদস্য সিন্ডিকেটসভা বয়কট করেছেন তারা হলেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফারদুল ইসলাম ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. গাজি মযহারুল আনোয়ার। সভা বয়কট করা সম্পর্কে জানতে ড. গাজি মাযহারুল আনোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান আমরা অনেকবার উপাচার্যকে বলেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব সিন্ডিকেটসভা করার সর্বাধুনিক ভবন আছে সেখানে সভা না করে ঢাকায় কেন সভা করতে হবে। উনি করবেন করছেন বলে আর সভা রংপুরে না করে ঢাকায় সিন্ডিকেটসভা করায় আমি পরিস্কার ভাবে তাকে জানিয়েছি ঢাকায় সিন্ডিকেটসভা করলে আমি যাব না সেই কারণে আমি সভা বয়কট করেছি। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সিন্ডিকেটসভার কোন চিঠি তাদের দেয়া হয় না মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে সভায় উপস্থিত হতে বলা হয় এটা পরোক্ষভাবে আমাদের অপমান করাই হয়। অন্যদিকে অপর সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. ফরিদুল ইসলাম জানান তিনি উপাচার্যকে বলেছেন রংপুরের বাইরে সভা করলে তিনি যাবেন না তাই যাননি। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সিন্ডিকেটসভা হয় নিদৃষ্ট এজেন্ডা নিয়ে আমাদের কখনই জানানো হয় না কী কী বিষয়ে সিন্ডিকেটসভায় আলোচনা হবে। এমনকি পূর্ববর্তী সিন্ডিকেটসভার সিদ্ধান্ত আমাদের লিখিত ভাবে জানানো হয় না। এ ব্যাপারে তিনি উপাচার্যকে বেশ কয়েকবার বলেও কোন কাজ হয়নি বলে জানান। এদিকে দুই সিন্ডিকেট সদস্য আরও অভিযোগ করেন রংপুরে সিন্ডিকেটসভা

করলে খরচ অনেক কম হতো। এর আগে রংপুরে সিন্ডিকেটসভা হলে সর্বোচ্চ ৫০/৬০ হাজার খরচ হতো।